4.3 Principles of Leadership activities. (নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের নীতিসমূহ)।

আদর্শ নেতা হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত নীতিসমূহ পালন করা উচিত। যথা,—

① **নিজেকে জানা ও নিজের উন্নতি সাধন:** নিজেকে জানার জন্য নিজের কর্মদক্ষতা বোঝা অতি আদর্শ। নিজের উন্নতি সাধন করার জন্য নিজস্ব গুণাবলী প্রতিনিয়ত উন্নতি সাধনে প্রয়োজন। যা অর্জন করা যায় নিজস্ব পঠন-পাঠনের দ্বারা, শ্রেণিকক্ষের, আত্মসমীক্ষা এবং অন্যের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা।

② **কৌশলগত দক্ষতা:** নেতা হিসাবে প্রত্যেকের জানা উচিত তাঁর নিজের কাজ কি ও তার অধীনস্থ শিক্ষার্থী বা সহপাঠী অথবা কর্মচারীদের কি দায়িত্ব পাওয়া উচিত।

③ **দায়িত্বপালন ও কর্তব্য অনুসন্ধান:** নেতা হিসাবে জানা উচিত সে কিভাবে তাঁর দলকে পরিচালনা করবে অন্যমাত্রা দেবে। যখন কোন কিছু ভুল হয় তখন তার উচিত অন্যকে দোষারোপ না করা, বরং তার উচিত পরিস্থিতি বিচার করা ও পরবর্তী মোকাবিলার জন্য তৈরি হওয়া।

④ **সঠিক ও সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** নেতা হিসাবে একজনের উচিত সঠিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

⑤ **দৃষ্টান্ত স্থাপন:** আদর্শ নেতার উচিত তার দলের সহপাঠীদের কাছে নিজেকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা। তার উচিত শুধুমাত্র না শুনে সবকিছু সরাসরি তদন্ত করা। গান্ধিজীর মতানুসারে— "We must become the change we want to see"। অর্থাৎ কোন কিছু পরিবর্তনের জন্য সরাসরি তদন্ত আবশ্যক।

⑥ **নিজের লোকেদের জানা এবং তাদের উন্নতি সাধন:** একজন আদর্শ নেতার উচিত তার অধীনস্থ সহপাঠী বা শিক্ষার্থী বা কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা দায়িত্বশীলভাবে অনুসন্ধান করা এবং তাদের উন্নতি সাধন করা।

⑦ **কর্মচারীদের অবগত করা:** একজন নেতার দায়িত্ব হওয়া উচিত প্রত্যেক কর্মচারী বা সহপাঠীকে তার সংগঠনের সমস্ত কিছু নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত করা।

⑧ **কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতারবোধ নিবেদন:** আদর্শ নেতার উচিত তার অধীনস্থ লোকেদের চরিত্র গঠন করা ও তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অবগত করা।

⑨ **কর্মপদ্ধতি তদারকী ও বাস্তবরূপ দান:** নেতা হিসাবে একজনের উচিত উপযুক্তভাবে কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ গঠন করা, সমস্ত পদ্ধতি তদারক করা ও তার বাস্তব রূপ দেওয়া।

Scanned with CamScanner